ভোরের কাগজ

তারিখ 08 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

22

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্ররা উপাচার্যের পদত্যাগ চায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গত ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেশন জটের কারণে অতিরিক্ত ভাতাসহ দুই দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেন। এ সময় একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ফলে গত ৩ জানুয়ারি পাঁচটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। ঐদিন ছাত্রঐক্য সমাবেশ করে সৃষ্ট সঙ্কটের নিরসন ও ভিসির পদত্যাগ দাবি করে। ৪ জানুয়ারি উপাচার্য শিক্ষকদের দাবি মেনে নেন। ফলে শিক্ষকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন এবং ৫ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নবগঠিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভিসির পদত্যাগের দাবিতে অটল থাকে এবং ঐ দাবিতে ৫-৬ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালন করে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই), বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বা-কা) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বুয়েট শাখার সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মানিক জানান, ভিসির পদত্যাগ ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষা সম্ভব নয়। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান ভিসির স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আমাদের শিক্ষাজীবন থেকে অন্ততঃ ছয় মাস ঝরে গেছে। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনেছেন, তবে এর জন্য ঝরে গেছে এক মাস। গত বছর সন্ত্রাসীদের হামলায় শিক্ষকদের গাড়ি নষ্ট হলে শিক্ষকরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে ধর্মঘট করেন। দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন ঠিকই, তবে আমাদের শিক্ষাজীবন থেকে তিন মাস নষ্ট হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত জানান, বর্তমান উপাচার্য ছাত্র-শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করে বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছেন।। লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই নেই। অথচ অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। মার্কশিট সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্টের ফি তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে। ভর্তি ফি করা হয়েছে দ্বিগুণ। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের কথার কোনো গুরুত্বই নেই তাঁর কাছে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আরো বলেন, আমাদের শিক্ষাজীবন সুষ্ঠুভাবে চলার স্বার্থেই আমরা ভিসির পদত্যাগ দাবি করছি।